ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ

ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিনের শিক্ষার্থী নেতৃত্বাধীন আন্দোলন ও সরকারের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষের মধ্যে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুচিচ পদত্যাগ করেছেন। রোববার বেলগ্রেডে সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার পর পদত্যাগপত্রে সই করেন তিনি।

ভুচিচ ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে সার্বিয়ার রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন ছিলেন। সংবিধান অনুযায়ী তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ না থাকায় আগামী ২৫ অক্টোবরের আগাম সংসদ নির্বাচনে তার দল সার্বিয়ান প্রগ্রেসিভ পার্টির হয়ে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি।

২০২৪ সালের নভেম্বরে নোভি সাদ রেলস্টেশনের ছাদ ধসে ১৬ জন নিহত হওয়ার পর দুর্নীতি ও সরকারি অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয়। পরে শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষও এতে যুক্ত হন। সময়ের সঙ্গে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে ভুচিচ সরকারের ওপর পদত্যাগ ও আগাম নির্বাচনের চাপ বাড়ে।

ভুচিচের পদত্যাগের পর সংসদের স্পিকার আনা ব্রনাবিচ অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। সংবিধান অনুযায়ী, তিন মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। ফলে ২৫ অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি চলতি বছরের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও হতে পারে।

পদত্যাগের আগে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ৪৯ জনকে ক্ষমা করেন ভুচিচ। তাদের মধ্যে আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২৩ জন শিক্ষার্থীও রয়েছেন বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আরটিএস জানিয়েছে।

আগামী সংসদ নির্বাচনে ভুচিচের দলকে চ্যালেঞ্জ জানাবে শিক্ষার্থীদের গঠিত ‘স্টুডেন্টস উইন’সহ বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলো। প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়লেও নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার পথই বেছে নিয়েছেন ভুচিচ।